জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পরিষদের বিভিন্ন আয়োজন

১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পরিষদ উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা,সহকারী প্রকৌশলী মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শামীম আরা হীরা, জেলা পরিষদ প্রশাসকের উচ্চমান সহকারী শাহীন ইকবাল, জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী,মোঃ মুনছুর আলী,মোঃ আইয়ুব আলী,মোঃ তোফাজ্জেল হক,মোঃ তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, মোঃ মজিরুল ইসলাম,মোঃ শওকত আলী প্রমুখ।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।আপনারা জানেন আমি চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। কাজ করতে গিয়ে অনেক কাজ শেষ করেছি আবার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে কাজগুলো ও শেষ হবে।

আরও পড়ুন দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শেখ সামসুল আবেদীন বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারি। চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী সহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সব সময় তিনি সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

আরও পড়ুন সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে — বিদায়ী জেলা প্রশাসক

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাএলীগের সাবেক সভাপতি জেমস্ অলোক চৌধুরী, জেলা আইনজীবী সমিতির এ্যডভোকেট কাইজার চৌধুরী, শামসুন্নাহার, শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করোনা আতঙ্ক উপেক্ষা করে খাদ্য নিয়ে বাড়ি বাড়ি গোলাম রসুল

করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দফায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে প্রথম দফায় ২ হাজার ৪৩ পরিবারের মাঝে ৫কেজি চাল,২কেজি আলু,১লিটার তেল,১কেজি ডাল বিতরণ করা।

দ্বিতীয় দফায় ৪ হাজার পরিবারের মাঝে ১০ কেজি আলু, ১লিটার তেল, ১ কেজি ডাল, ৫শ গ্রাম খেজুর ও ১টি সাবান বিতরণ করা হবে।

এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি, রাজনগর, বারাদী, পাটকেল পোতা, কোমরপুর, বলিয়ারপুর, সোনাপুর, ও কাঁঠালপোতা গ্রামের দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, আমরা দ্বিতীয় দফায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ শুরু করেছি। এবার আমরা ৪ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবো।

এছাড়াও তিনি বলেন, এর আগে প্রথম দফায় আমরা ২ হাজার ৪৩ পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি। এবারও আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই খাদ্য বিতরণ চলামান থাকবে।

মেপ্র   /এমএফআর